তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সম্পাদকীয়

প্রাথমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্পে খাদ্যের পরিবর্তে নগদ টাকা

সূচনা শিক্ষাস্তর থেকে ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার সম্প্রসারণ ও দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে দেশের ৬৫ হাজার প্রাথমিক স্কুল-মাদ্রাসার ৫৫ লাখ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে সরকার এ মাস থেকে উপবৃত্তি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিত্তহীন পরিবারের এক শিক্ষার্থীকে মাসিক ১শ' টাকা ও একাধিক শিক্ষার্থীকে মাসিক ১শ' ২৫ টাকা হারে প্রদানের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পে বার্ষিক ৬শ' ৬৩ কোটি ৬৯ লাখ ৫৫ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রতি তিন মাস অন্তর বছরে চার কিস্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের নগদ অর্থ প্রদান করা হবে।

প্রাথমিক স্তরে যাতে কোন ছাত্রছাত্রী দারিদ্র্যের কারণে মাঝপথে ড্রপ আউটের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য এবং একই সঙ্গে ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করে ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করেছেন বলে খবরে প্রকাশ।

এ প্রকল্পটি চালু করার প্রাক্কালে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট সরকার যে খুবই দরদি- এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা তো এ কর্মসূচির অভিনবত্ব ও মহত্ত্ব প্রচারে ইতোমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। যদিও এ কর্মসূচিটি বর্তমান সরকারের অভিনব কোন কর্মসূচি নয়। গত সরকারের আমলেও এ কর্মসূচিটি চালু ছিল। বর্তমান সরকার খাদ্য সাহায্যের পরিবর্তে নগদ টাকা দেয়ার বিধান করেছে মাত্র।

আমাদের দেশে গরিব পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে খুব বেশি আগ্রহী হন না। তারা মনে করেন, স্কুলে না গিয়ে ছেলেমেয়েরা যদি পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করে, তবে সেটাই লাভজনক। আর যারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান, তাদের সন্তানদের লেখাপড়া বড় বেশি অগ্রসর হয় না। ১৯৯০ সালেও ৬০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে প্রাথমিক পর্যায়েই। ছেলে- মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে অভিভাবকদের উৎসাহী করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে বৈদেশিক সহায়তায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করা হয়। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার ওই কর্মসূচির পাশাপাশি পল্লী এলাকার গরিব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চালু করে বৃত্তি দেয়ার কার্যক্রম। ১৯৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ছিল ১ কোটি ৪০ লাখ ৬৭ হাজার ৩শ' ৩২। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য এবং বৃত্তি দেয়ার ফলে ২০০০ সালের শেষে শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ৭৬ লাখ ৬৭ হাজার ৯শ' ৮৫তে উন্নীত হয়।

এবার বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির পরিবর্তে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের নগদ টাকা দেয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। খাদ্যশস্য বিতরণে দুর্নীতি হয়- এমন যুক্তি দেখিয়ে নগদ টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে টাকার মূল্যমানে আগের তুলনায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ অনুদান কমে যাওয়ায় সরকারের যুক্তির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্তে একটা শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। ২০০১-০২ অর্থবছর পর্যন্ত সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় অনুদান হিসেবে চাল বা গম দিত। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর পরিবার প্রতি মাসে ১৫ কেজি গম বা ১২ কেজি চাল পেত। অন্যদিকে একাধিক ছাত্র বা ছাত্রীর পরিবার পেত ২০ কেজি গম বা ১৬ কেজি চাল। তখন এক কেজি চাল ও গমের দাম ধরা হতো যথাক্রমে সাড়ে ১৪ টাকা ও ১১ টাকা ৪০ পয়সা। সে হিসাবে এক ছাত্র বা ছাত্রীর পরিবার চাল ও গমের ক্ষেত্রে টাকার মূল্যমানে যথাক্রমে ১শ' ৭৪ টাকা এবং ১শ' ৭১ টাকা ও একাধিক ছাত্র বা ছাত্রীর পরিবার ২শ' ৩২ এবং ২শ' ২৮ টাকার খাদ্যশস্য পেত অনুদান হিসেবে। এবার ছাত্রছাত্রীদের খাদ্যের পরিবর্তে নগদ টাকা দেয়ায় মাথাপিছু অনুদান অনেক কমে যাচ্ছে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর পরিবার প্রতি মাসে চালের ক্ষেত্রে ৭৪ টাকা ও গমের ক্ষেত্রে ৭১ টাকা কম পাবে। মাথাপিছু অনুদান অনেক কমে যাওয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কাজেই কৃতিত্ব জাহিরের পরিবর্তে সরকারকে এ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সতর্ক ও মনোযোগী হতে হবে। দুর্নীতির আশঙ্কা তো থাকছেই, টাকার বরাদ্দ কমে যাওয়ায় 'ড্রপ আউট' বৃদ্ধির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।